

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/۳۲)-۲۷৪

www.motaher21.net

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে কুফরী করে,

As to those who deny the Signs of Allah,

সুরা: আলে-ইমরান

আয়াত নং :-২১

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

যারা আল্লাহর বিধান ও হিদায়ত মানতে অস্বীকার করে এবং তাঁর নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে আর এমন লোকদের প্রাণ সংহার করে, যারা মানুষের মধ্যে ন্যায়, ইনসাফ ও সততার নির্দেশ দেবার জন্য এগিয়ে আসে, তাদের কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দাও।

সুরা: আলে-ইমরান

আয়াত নং :-২২

أُولَئِكَ الَّذِينَ خَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرِينَ

এরা এমন সব লোক যাদের কর্মকাণ্ড (আমল) দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় স্থানেই নষ্ট হয়ে গেছে এবং এদের কোন সাহায্যকারী নেই।

২১-২২ নং আয়াতের তাফসীর:

তাফসীর ফাতহুল মাজীদ বলেছেন:

অত্র আয়াতদ্বয়ে আহলে কিতাবের মধ্যকার যারা কুফরী করেছে, অন্যায়ভাবে নাবীদের ও যারা ন্যায় পরায়ণতার নির্দেশ দিত তাদেরকে হত্যা করেছে, তারা নাবী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের সাথে একরূপ করেছিল এ জন্য যে, নাবী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের কথা তাদের মনঃপুত হয়নি। দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সব আমল বরবাদ হয়ে গেছে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আজও সঠিক বিধান ও ফায়সালা যাদের মর্জি মত হয় না, দলের মতের ও তরিকার সাথে মিলে না বলে প্রত্যাখ্যান করে তাদের পরিণতি ভাল হবার আশা করা যায় না।

তাফসীর তাফহীমুল কুরআন বলেছেন:

এটি একটি ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনাভঙ্গী। এই বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, নিজেদের যে সমস্ত কীর্তিকলাপের দরুন তারা আজ আনন্দে ফুলে উঠেছে এবং মনে করছে যে তারা খুব ভালো কাজ করে বেড়াচ্ছে, তাদের জানিয়ে দাও, তোমাদের এ সমস্ত কাজের এই হচ্ছে প্রতিফল।

অর্থাৎ তারা নিজেদের শক্তি ও প্রচেষ্টাসমূহ এমন সব কাজে নিয়োজিত করেছে যার ফল দুনিয়াতে যেমন খারাপ তেমনি আখেরাতেও খারাপ।

অর্থাৎ এমন কোন শক্তি নেই, যে তাদের এসব ভুল প্রচেষ্টা ও অসৎ কার্যাবলীকে সুফলদায়ক করতে অথবা কমপক্ষে খারাপ পরিণতি থেকে বাঁচাতে পারে। দুনিয়ায় বা আখেরাতে অথবা উভয় স্থানে তাদের কাজে লাগবে বলে যেসব শক্তির ওপর তারা ভরসা করে, তাদের মধ্য থেকে আসলে কেউই তাদের সাহায্যকারী প্রমাণিত হবে না।

তাফসীর ইবনে কাসীর বলেছেন:

এখানে কিতাবধারীদের জঘন্য কাজের নিন্দে করা হচ্ছে। তারা পাপ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকতো এবং মহান আল্লাহ স্বীয় নবীদের (আঃ) মাধ্যমে যেসব কথা পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন সেগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো। শুধু তাই নয়, বরং তারা নবীদেরকে হত্যা করে ফেলতো। তাদের অবাধ্যতা এত চরমে পৌঁছেছিল যে, যেসব লোক তাদেরকে ন্যায়ের দিকে আহ্বান করতো তাদেরকে তারা নৃশংসভাবে হত্যা করতো। হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “সত্যকে অস্বীকার করা ও ন্যায় পন্থীদেরকে লাঞ্ছিত করাই হচ্ছে অহংকারের শেষ সীমা।”

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে রয়েছে যে, হযরত আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ হে আল্লাহ রাসূল! কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তির সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে? তিনি বলেনঃ সেই ব্যক্তির যে কোন নবী (আঃ)-কে হত্যা করে কিংবা এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে যে ভাল কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেনঃ “হে আবু উবাইদাহ (রাঃ)! বানী ইসরাঈল দিনের প্রথমভাগে এক ঘন্টার মধ্যে তেতাল্লিশজন নবী (আঃ)-কে হত্যা করে। অতঃপর একশ সত্তর জন ঈমানদার বানী ইসরাঈলকে হত্যা করে যারা এ কাজে বাধা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং তাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতো ও মন্দ কাজে নিষেধ করতো। তাদের সকলকে তারা দিনের শেষ ভাগে হত্যা করে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ওদের কথাই বর্ণনা করেছেন।” হযরত ইবনে জারীর (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, বানী ইসরাঈল তিনশ নবী (আঃ)-কে দিনের প্রথম অংশে হত্যা করে। অতঃপর দিনের শেষাংশে তারা বাজারে তাদের শাক সজী বিক্রীর কাজে লেগে যায়। সুতরাং তাদের এ অবাধ্যতা, অহংকার এবং দুষ্কার্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইহজগতেও লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেন এবং পরকালেও তাদের জন্য অপমানজনক ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও। এদের সমস্ত কৃতকর্ম ইহকালেও ব্যর্থ হয়ে গেল এবং পরকালেও ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবে না।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান বলেছেন:

তাদের অবাধ্যতা ও হঠকারিতা এত দূর পর্যন্ত পৌঁছে ছিল যে, কেবল তারা নবীদেরকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করেনি, বরং এমন লোকদেরকেও তারা হত্যা করেছিল যারা ন্যায়সংগত ও সুবিচারপূর্ণ কথা বলত। অর্থাৎ, যাঁরা নিষ্ঠাবান মু'মিন, সত্যের প্রতি আহ্বানকারী এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দানকারী ছিলেন তাঁদেরকে নবীদের পাশাপাশি উল্লেখ করে মহান আল্লাহ তাঁদের মাহাত্ম্য ও ফযীলতের কথাও পরিষ্কার করে দিলেন।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আহলে কিতাবগণ (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান) জেনেশুনে সত্য ত্যাগ করেছে।
২. আহলে কিতাবদের অবাধ্যতা এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছিল যে, তারা নাবীদের হত্যা করতে ইতস্ততবোধ করেনি।
৩. যারা জেনেশুনে সত্য ত্যাগ করে তাদের পরিণতি শুভ হয় না।